12

দৈনিক বাংলা

তারিখ 2.0 JAN 1997
পৃঃ ৭ কলাম ৭

বিনামূল্যের বই বিতরণে সমস্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চগড়।– প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ কম হওয়ায়, জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যবই বিতরণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। পুরনো, ছেঁড়া ও পড়ার অনুপযোগী বই গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে অভিভাবকরা শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হচ্ছেন। ফলে পঞ্চগড় জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রেরিত প্রাঃশিঃঅ/ রবি/১৪/ ১৭৬৭৩৯ (১১৭০) স্মারকের সার্কুলার অনুযায়ী জানা যায়, নতুন ও পুরাতন মিলিয়ে বই বিতরণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সে অনুযায়ী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বই বিতরণ কাজ হাতে নেয়। পরীক্ষা শেষে ছাত্র–ছাত্রীরা যেসব বই জমা দিয়েছে তার প্রায় ৯৮% ভাগ পড়ার অনুপযোগী। অর্থাৎ অধিকাংশ পাতা ছিঁড়ে নষ্ট হয়েছে। পুরাতন অর্ধ ছেঁড়া বই বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্র–ছাত্রীদের মানসিক ক্ষেত্রে ফেলছে বিরূপ প্রভাব।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলার ৩১০টি সরকারী ও ৪ শতাধিক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার ছাত্র–ছাত্রীর জন্য বাংলা ও পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যবই অর্ধেকেরও কম সরবরাহ করা হয়েছে। বাকি শিক্ষার্থীদের পুরাতন জমাকৃত ছেঁড়া বই দিয়ে চাহিদা পূরণ করতে বলা হয়েছে। নতুন বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও পূর্বের বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে।

নতুন উত্তীর্ণ ছাত্র–ছাত্রীদের হিসাব অনুযায়ী বাংলা ও পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বই সরবরাহ করায় এক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। কারণ দুটো বই পরিবর্তন করায় অকৃতকার্য ছাত্র–ছাত্রীদের মাঝেও এ দুটো বই বিতরণ করতে হচ্ছে। কিন্তু সরবরাহ কম হওয়ায় সবার মাঝে বিতরণ করাও সম্ভব হচ্ছে না।

অপরদিকে, পুরাতন বইগুলোর প্রথম ও কতক ক্ষেত্রে শেষ অংশের অধিকাংশ পৃষ্ঠার কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে শিক্ষক–শিক্ষিকারাও বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন পুরাতন বই বিতরণের ক্ষেত্রে। অভিভাবকরা বলছেন, সরকার চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করতে পারছে না। অথচ বাজারেও এসব বই কিনতে পাওয়া যায় না।

SHEET —— OF —— SHEETS